

অপেক্ষাও এত মধুর

মোঃ আবদুল খালেক

লক্ষ্মী মা আমার,

আমি এখন শান্তিরক্ষী, পশ্চিম আফ্রিকার আইভরি কোস্টে। আমার বাজুতে রয়েছে লাল সবুজের পতাকায় বাংলাদেশ আঁকা কবচ, মাথায় ধরেছি শান্তির বার্তাবহ নীল হেলম্যাট- রাইফেল হাতে বিশ্বের নিরাপত্তা প্রহরী আমি। আমার শরীরের এ সৈনিক বেশ দেখলেই তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশী হতে। মা, আমার এ সৈনিক বেশ তো তোমার খুবই পছন্দ। আজ তোমার আদরের খোকা বিশ্ব শান্তি রক্ষায় একজন গর্বিত সৈনিক। বাংলাদেশের সুনাম অর্জনের পাতায় তোমার ছেলের নাম। মা, তুমি কখনও কি ভেবেছিলে- সেনাবাহিনীর সদস্য হয়ে আমি এমন একটা কান্ড করে ফেলব?

আইভেরী কোস্টের ডালোয়া, বুয়াকে, ইয়ামুসক্রো কখনও বা আবিদজানে আমার ডিউটি। এখানে শান্তি ফেরৎ আনতে জাতিসংঘের পরিকল্পনায় আমি টহলে থাকি দুই বিদ্রোহী গ্রুপের মাঝে 'নিরপেক্ষ জোনে' হয়তোবা আবার প্রহরীর বেশে নিরাপত্তা রক্ষায়। শিবিরের সামনে উড়ন্ত বাংলাদেশের পতাকাটি যে, এতটা মনে সাহস যোগায় তা হয়তো বিদেশে সৈনিক হিসেবে না এলে বুঝতে পারতাম না। এ পতাকাটির সম্মান বাঁচাতে আমি দিতে পারি আমার সবচেয়ে প্রিয় ধন।

মনে পড়ে, সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য বিদায়ের দিনে তুমি চোখের জলে বাকরুদ্ধ হয়ে একটি কথাও বলতে পারছিলেন। যখন গর্বিত সৈনিক হয়ে তোমার কোলে ফিরে এলাম- সেই যে একটি সহজ সরল মালা আমার গলায় পড়িয়ে দিয়েছিলে, সেদৃশ্যে ভাবলে আজও হৃদয়ের ভিতর একটা ঢেউ বয়ে যায়। মা, সেই মালাটি আমি যত্ন করে রাখতে পারিনি, কিন্তু সেদিনের সেই সরল অভিনন্দনটুকু আজও হৃদয়ের মনিকোঠায় জাগ্রত থেকে আমাকে সর্বদাই সাহসী করে তোলে। তোমার ঐ গাঁও গেরামের অত সহজ সরল মনে কেমন করে ঝুঁকিয়েছিলে যে, তোমার স্নেহধন্য মালাটি তোমার ছেলেকে আজীবন উজ্জীবিত করে রাখবে এবং তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় সে আপন হৃদয়ে আপ্ত হবে ?

সেই এই, আইভরি কোস্টে আসার আগে তোমার সাথে দেখা করতে বাড়ীতে গেলাম। বাড়ীর পানে যাত্রার সংবাদ শুনে সেই সকাল থেকেই দরজায় যে বসে রইলে- কেউ তোমাকে তোমার অপেক্ষা থেকে আর ঘরে নিতে পারলনা। কেবল অপেক্ষা আর অপেক্ষা। আমার জন্য তোমার অপেক্ষাও এত মধুর! বাড়ীতে পৌঁছতেই নিত্যবারের মত কপালে চুমো দিয়ে আমার হাতটি ধরে নিয়ে গেলে- উঠানের কোনে কুল গাছটির কাছে। দেখলাম, কুলের ঋতু শেষ হলেও এখনও আগলে রেখেছ গাছের শেষের কুলগুলোকে। শুধু বললে 'বাবা, তুই সেই ছোট বেলার মত কুলগুলো পেড়ে পেড়ে খা, আমি একটু পান ভরে চেয়ে চেয়ে দেখি'। -----

(পানিতে ভিজার জন্য পড়া যাচ্ছিলনা) মা, তোমার এ কথা স্মরণে এখানেও সেদিনকার মত আজও আমার চোখ জলে ভরে উঠছে। তুমি এত ভালো, মা আমার!

বিদেশে বিভূয়ে তোমাকে ভাবতে ভাবতে আমি হারিয়ে যাই বাংলাদেশের সোনালী ধানের ক্ষেতে আর বাড়ীর দরজার শানবাঁধা পুকুর পাড়ে। কখনও তোমার হাতটি ধরে বুনো আগড়া শাকের ভিতর দিয়ে হাটতে হাটতে সেই খালপাড়ে, তারপর আবার মরিচ গাছের পাকা মরিচ তোলার কত স্মৃতি। ছোট বেলাকার এসব স্মৃতি প্রবাসে এসে তোমার কথা বেশী বেশী মনে করিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ছে, আমার কোন অন্যায় তোমার চোখে কোনদিনই পড়েনি- তুমি তো কেবল আমাকে 'দানের' দিকটাই বেঁছে নিতে। তোমার দানে দানে আমার সারা হৃদয়ই তো পরিপূর্ণ হয়ে আছে। অশান্তির চিহ্ন সর্বদাই মুছে যাচ্ছে তোমার লক্ষ্মী হাতের পরশে পরশে। তোমাকে নিয়ে এসব ভাবতে ভাবতে অধিক ক্লান্তিতেও, এখানে আমি জীবন শক্তি ফিরে পাই। তোমার মায়া স্পর্শ অনুভব করছি প্রতি পলে পলে।

এখানে দেশের মত এত ব্যস্ততা নাই তবে ডিউটিতে সবাই মনোযোগী। একা থাকলেই চোখে ভাসে শীতকালের খেজুরের রস, তোমার হাতের ইলিশ পাক আর বাড়ীতে গেলে একটু পর পরই তোমার কণ্ঠে আমাকে ডাক। আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসা সরু হাঁটা পথটির কথাও মনে আসে। মা ও মাটি- এ এক হৃদয়ের টান। এখানেও মাঝে মাঝে আমি একটি ‘মা’ খুঁজি। কিন্তু তোমার তুলনা এ ধরার মাঝে নেই। এখন বুঝেছি- মা তুমি কেন অতুলনীয় ? তোমার তুলনা-একান্ত তুমিই। আমি দু’হাত তুলে মহান করুণাময়ের কাছে একান্ত মনে মনে দোয়া করি- পান ভরে তোমার জন্য দোয়া করি।

এখানে সবাই ক্লান্ত হলে টেলিফোনে কথা বলে- ছেলে মেয়ে, স্ত্রীর নিকট বা অন্যান্য আত্মীয়দের কাছে। আর আমি কথা বলি তোমার সাথে। সৈনিক পোশাকে ক্লান্তি অনুভবে ছুটে আসি টেলিফোনের কাছে তোমাকে খুঁজতে। আমি জানি- তুমি যে আমার ‘মা ডাকের’ অপেক্ষায় আছ। তোমার সাথে কথা বললে শান্তিতে আমার মন পান ভিজে যায়। টেলিফোনে সবার কথা শেষ হয়ে যায়- তবুও তোমার সাথে আমার কথা শেষ হয় না। কথা শেষে যখন আমাকে বলতে হয়, ‘মা, আমি এখন টেলিফোন রাখি’। এখানেও তোমার সেই ছোট্ট একটি মেয়ের মত আবদার- বাবা, তুই আর একটু কথা বল। তোর মা ডাকে আমার বুকটা শান্তিতে ভরে যাচ্ছে। তোর মা ডাক যে আমার জন্মের বড় স্বার্থক। তোমার ছেলেকে তবুও টেলিফোন রাখতে হয় বাস্তবের চাপে আর তোমাকে টেলিফোনে পূরণায় মা ডাকার আকৃতি মিনতি করে। মা, আমার প্রতি এ তোমার কেমন স্বার্থকতা ! তোমার এ আবেদন তো বিদেশ বিভূয়ে আমাকে আরও ব্যাকুল করে তোলে। জানিনা টেলিফোনে আমার মত এ মধুর ‘বাবা ডাক’ কতজন এখানে শুনতে পারছে।

এখানে রাতের শেষে সবাই থাকে ঘুমে নিমগ্ন। আমার চোখে ঘুম নেই। ক্যালেন্ডারের পাতায় দিন কাটি প্রতিদিন। ভাবি আর কত দিন পর তোমাকে দেখব? বাড়ীর উঠানে খালি পায়ে হাটবো, পরিচিত বাতাসের গন্ধে পান জুড়াব। আর তোমার হাত ধরে গল্প করার ছলে তোমাকে নিয়ে চলে যাব তরমুজ বা ফুট ক্ষেতে পাকা ফুট তুলতে। এখানে পান ভরে বিদেশী বাতাসের গন্ধ নিতে পারিনা। ভাবি, তুমি এবং আমার বাংলা মা-ই আমার পানের সকল চাওয়া পাওয়া। আবার কখনও তোমাকে ভাবতে ভাবতে ঘুম আসে অজান্তে। তোমাকে স্বপ্ন দেখি সেই শৈশবের মত তোমার শাড়ীর আঁচল ধরে আমি দাড়িয়ে দরজার পুকুর পাড়ে। আমাকে অবেলায় না ভিজতে তোমার সেই আকুল আহ্বান। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখি- কই তুমি? এটাতো স্বপ্ন ছিল। আবার আমি ঘুমের কাংগাল হয়ে পড়ি। সকালে আবার আমি শান্তির ক্যাপ মাথায় দিয়ে চলি ডিউটি স্থলে, বুকের মাঝে চেপে থেকে দেশ ও অপেক্ষার ক্ষন। ক্যাম্পে উড়ানো সবুজ-লাল পতাকার দিকে চোখ পড়তে মনে করি-আমার গর্ব তুমি বাংলাদেশ। প্রহরীর বেশে আবার আমি হয়ে যাই শান্তির একনিষ্ঠ সৈনিক।

সবার সাথে নামাজের জন্য খুব সকালে উঠলে ভোরের তারার বিচ্ছুরিত আলো চোখে পড়ে। আমি বাড়ীর দিকে মুখ ঘুরে দাঁড়াই- তাকাতেই দেখি- একটি আশির্বাদে রশ্মি সুদূর বাংলাদেশ থেকে ভেসে আসছে আইভোরি কোষ্ঠে; যার এ প্রান্তের পরশ লেগেছে আমার মাথায়। এত দূরেও তবুও তোমার আশির্বাদের রশ্মিকে কিছুতেই আটকানো যায়নি দুরত্বের মাপে। অনবরত আমার মাথায় পরশ বুলাচ্ছে- তোমার আশির্বাদের পাঁচটি আঙ্গুল। মা, আপদে বিপদে- ডিউটিতে টহলে- এখানে কোন ভয়ই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনা। তোমার আশির্বাদ যে আমার সাথে আছে প্রতিনিয়ত। মায়ের দোয়া তো বিফল হতে পারেনা ! নিভূতে ভয় পাই - তুমি চলে গেলে আমার এ আত্মবিশ্বাস, এ শক্তি আমি কোথায় পাব? -----
-----। মা, তোমার এ অবোধ ছেলেকে একা ফেলে কখনও হারিয়ে যেওনা।

এখানে আফ্রিকা ম্যালেরিয়া বা অন্য রোগ শোকের কমতি নেই। আমার সাথীরাও সবাই সতর্ক। আমার একদিনের জ্বর হওয়ায় আমি মানসিক অস্থিতিতে ভুগতেছিলাম। মনে হচ্ছিল- কোন দাওয়ার জন্য নয়, তোমার হাতের একটু পরশের জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। বালিশের কভার ভিজে গিয়েছিল নোনা পানিতে। মাগো, তোমার সাথে আমার দেখা হবে কি? আমি ভালো হবো তো ? না জানি, আমি কি আফ্রিকা ম্যালেরিয়া বা লাসা জ্বরে আক্রান্ত ? স্বপ্নে তোমার আশির্বাদের পরশই তো আমাকে সুস্থ করে দিল। মা, তোমার এ অফুরন্ত আশির্বাদ যেন কখনও আমার পৃথিবীতে শেষ না হয়।

মা, আর যদি দৈবৎ ফিরে না আসি, আর যদি দেখা না হয় অথবা কখনও যদি বাংলাদেশের পতাকায় মোড়া-আমার সৈনিক পোষাক যদি তোমার কাছে চলে যায়- তখন কিন্তু তুমি একটুও কাঁদবেনা। আমি তখন মিশেগেছি লাল সবুজের পতাকার সাথে- কখনও দেশে আবার কখনও শান্তি রক্ষী হিসেবে বিশ্বমানে। তখন মা, তোমার ছেলে শুধু আর তোমার একার ছেলেই নয়, হয়ে গেছে সে সারা বাংলা মায়ের ছেলে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

ইতি,
তোমারই আদরের
শান্তি রক্ষী খোকা